২৯/০১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির (BMC) সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জনাব মোঃ রইছউল আলম মন্ডল সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৫১০ ও ৫১২, ভবন নং-৬)
তারিখ	:	২৯/০১/২০১৯ খ্রিঃ
সময়	:	বেলা ২:৩০ ঘটিকা
উপস্থিতির তালিকা	:	পরিশিষ্ট-ক

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ রইছউল আলম মন্ডল-এর সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার আলোচনা উপস্থাপনের জন্য যুগ্মসচিব (বাজেট)কে আহ্বান জানান। অত:পর সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচনা-০১: বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ: সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (বাজেট) সভায় জানান যে, বিগত ১৩/০১/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির (BMC) সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরণীর উপর কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে উহা উপস্থাপনের জন্য সদস্যগণকে অনুরোধ জানান। এ প্রেক্ষিতে সভায় উপস্থিত কমিটির সদস্যগণ বিগত সভার কার্যবিবরণী পেয়েছেন মর্মে সভাকে অবহিত করেন এবং কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়।

আলোচনা-০২: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে এ মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ষান্মাষিক (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৮) প্রতিবেদন পর্যালোচনাঃ

সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (বাজেট) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০১৮) সহ ষান্মাষিক (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৮)-এর অগ্রগতি প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি সভায় অবহিত করেন যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ৫টি কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে ৬৩টি কার্যক্রম এবং ৪টি আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে ২২টি কার্যক্রম নির্ধারিত রয়েছে। সভায় উপস্থাপিত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, কোন কোন কার্যক্রমে লক্ষ্যমাত্রার সন্তোষজনক অর্জন হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অগ্রগতি কম হয়েছে। সভাপতি নির্ধারিত কার্যক্রমের বিপরীতে অর্জনের বিষয়ে বক্তব্য/মতামত প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্টগণকে আহ্বান জানান।

মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, কৌশলগত উদ্দেশ্যের ক্রমিক নং ১.১ (প্রদর্শনী মৎস্য খামার স্থাপন), ১.২ (মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন), ১.৩ (বিল নার্সারি স্থাপন), ১.৬ (মৎস্য হ্যাচারি নিবন্ধন ও নবায়ন), ১.৭ (বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলারের ও নৌযানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন), ১.১০ (IUU ক্যাচ সার্টিফিকেট কমপ্লায়েন্সের জন্য ট্রলার মনিটরিং), ১.১৪ (মাছের অভয়াশ্রম স্থাপন) ও ১.১৬ (টেকসই মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ), ৪.১ (মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সুফলভোগী সম্পৃক্তকরণ), ৪.৩ (মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী ও অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান) এবং ৪.৮ (প্রযুক্তি হস্তান্তরে প্রশিক্ষণ প্রদান) কার্যক্রমসমূহের ক্ষেত্রে মূলত: মৌসুম ভিত্তিক সম্পর্ক থাকায় অর্জন কম হয়েছে। তবে পরবর্তীতে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, কৌশলগত উদ্দেশ্যের ক্রমিক নং ১.১৭ (মৎস্যজাত প্রযুক্তি উদ্ভাবন) ও ১.১৮ (মৎস্যজাত প্রযুক্তি হস্তান্তর) গবেষণা সংশ্লিষ্ট চলমান কার্যক্রম হওয়ায় অর্জন সম্ভব হয়নি, তবে জুন মাসের মধ্যে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর জানান যে, কৌশলগত উদ্দেশ্যের ক্রমিক নং ২.৮ (পশুখাদ্য নমুনা পরীক্ষাকরণ) এবং ৩.৯ নং (প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন আইন বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা) কার্যক্রমের ক্ষেত্রে অর্জন কম হয়েছে। ইতোমধ্যে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা পূরণের নিমিত্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, কৌশলগত উদ্দেশ্যের ক্রমিক নং ২.১১ [প্রাণিজাত প্রযুক্তি উদ্ভাবন] ও ২.১২ [প্রাণিজাত প্রযুক্তি হস্তান্তর] গবেষণা সংশ্লিষ্ট চলমান কার্যক্রম এবং ক্রমিক নং- ৪.৮ (প্রযুক্তি হস্তান্তরে প্রশিক্ষণ প্রদান) কার্যক্রমটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন পরবর্তী সংশ্লিষ্ট কাজ হওয়ায় অর্জন সম্ভব হয়নি, তবে জুন মাসের মধ্যে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমী সভায় জানান যে, কৌশলগত উদ্দেশ্যের ৪.৯ নং কার্যক্রমটি (সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ডিগ্রী প্রদান) কোর্সের মেয়াদ সংশ্লিষ্ট বিধায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়নি। তবে পরবর্তীতে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, কৌশলগত উদ্দেশ্যের ক্রমিক নং ৪.১০ (ভেটেরিনারি পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণ প্রদান) কার্যক্রমটি সিডিউল অনুযায়ী অক্টোবর মাস হতে শুরু করা হয় বিধায় অর্জন কম হয়েছে। তবে পরবর্তীতে শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের শতভাগ অর্জনের বিষয়ে বিশেষত: ই-ফাইলিং, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারী করা, অডিট আপত্তি নিস্পত্তিকরণ, বাজেট বাস্তবায়নে উন্নয়ন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন, বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী অব্যবহৃত/অকেজো যানবাহন নিস্পত্তিকরণ, শূন্য পদে নিয়োগ, যথাসময়ে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে দ্রুত ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভাপতি সভায় উপস্থিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এসব লক্ষ্যমাত্রা পূরণে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর এর সহিত যোগাযোগ করার জন্য সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।

বিস্তারিত আলোচনান্তে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে এ মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০১৮) সহ ষান্মাষিক (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৮) প্রতিবেদন অনুমোদন করা হয়।

আলোচনা-০৩: বিবিধঃ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্জনের স্বপক্ষীয় প্রমাণকসমূহ স্ব-স্ব দপ্তরে সংরক্ষণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্ত:

১। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০১৮) সহ ষান্মাষিক (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৮) প্রতিবেদন অনুমোদন এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণকসমূহ সংরক্ষণ করতে হবে এবং চাহিদা মোতাবেক দ্রুত প্রমাণকসমূহ প্রেরণ করতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ রইছউল আলম মন্ডল
সচিব
ও
সভাপতি
বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (বিএমসি)।